ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

[তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস এবং আধুনিক তথ্যাবলি
ও বর্তমান অবস্থার আলোকে সূরা কাহাফের অধ্যয়ন]

মূল :
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন
শিক্ষক, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম
মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২, ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

আসহাবে কাহাফ

সূরা কাহাফের সঙ্গে আমার পরিচয়———১৭
আখেরি যামানার ফেতনার সঙ্গে সূরা কাহাফের সম্পর্ক———১৯
সূরা কাহাফের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি———২১
দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের প্রভাব———২৪
ইহুদি-খৃস্টানদের পারস্পরিক চরিত্র———২৮
সূরা কাহাফের চার ঘটনা———৩৪
দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি দু'টি———৩৪
সূরা কাহাফ ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বিবরণ———৩৮
আসহাবে কাহাফের ঘটনা———৩৮
খৃস্টানদের মধ্যে আসহাবে কাহাফের আলোচনা———৩৯
কুরআন মাজীদ এ ঘটনাকে কেন নির্বাচন করেছে———৫৭
আসহাবে কাহাফের সঙ্গে মক্কার মুসলমানদের মিল———১৬৩
ইতিহাস আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়———৬৮
মূর্তিপূজা ও উচ্ছৃঙ্খল শাসনকাল———৭১
আপোষহীন মুমিন———৭২
বিশ্বাসহীন জীবন ও জীবনহীন বিশ্বাস———৭৬
জন্মভূমি ত্যাগের সঠিক নিয়ম———৭৭
ঈমান ও যৌবন এবং আল্লাহর দিকে পালানোর পুরস্কার———৭৭
ঈমানী গুহার জিন্দেগি———৮১
রোমে ক্ষমতার পালাবদল———৮২
গতকালের নির্বাসিতরা আজ বীরপুরুষ———৮৫
বস্তুবাদের ওপর ঈমানের বিজয়———৮৯

দাজ্জালি সভ্যতায় বস্তুবাদ ও তার প্রভাব———৯৩
ইনসাফ ও পরিমিতি কেবল ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য———৯৬

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা———১০০
বস্তুবাদের সংকীর্ণতা———১০১
সূরা কাহাফের রুহ———১০৬
দিল থেকে মাশাআল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলা———১০৬
দুই বাগিচার মালিকের শিরক———১১১
বর্তমান যুগের শিরক———১১২
কুরআনের রৌশনিতে দুনিয়ার জীবন———১১৫
ইসলাম ও বস্তুবাদী দর্শনের মাঝে পার্থক্য———১২১
নবুওয়াতি মাদরাসার ছাত্র এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি———১২৪
আখেরাতের বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতা———১২৭
নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য———১২৯
শক্তির উৎস এবং অগ্রসরতার চালিকাশক্তি———১৩০
সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই———১৩১

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও
হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা———১৩৪
আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সমাবেশ———১৩৭
বাস্তবতা কত আশ্চর্যময়———১৩৯
মানব-জ্ঞান অসম্পূর্ণ———১৪২
বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ———১৪৪

যুলকারনাইন বাদশা———১৪৬
যুলকারনাইন ও লৌহপ্রাচীর-নির্মাণ———১৪৬
নেককার ও সংশোধনকারী বাদশা———১৫২
মুমিনের দূরদর্শিতা এবং দীনি উপলব্ধি———১৫৭

স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা পশ্চিমাদের স্বভাব———১৫৯
বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ পরিণাম———১৬১
দাজ্জালের আলামত নাস্তিকতা ও বিপন্নতা———১৬২
জীবন-জগতে দাজ্জালের প্রভাব———১৬৫
মনে করবে আমরা অনেক ভালো কাজ করছি———১৬৮
মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি———১৭১
নবুওয়াতের জরুরত এবং নবীর স্বাতন্ত্র্য———১৭৪
শেষকথা———১৭৬

দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর কুরআন মাজীদ আমাদের 'দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা' বর্ণনা করছে। এটি এমন একটি ঘটনা, প্রতিদিনকার জীবনে এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি আমরা প্রায়ই হয়ে থাকি। এমনকি আসহাবে কাহাফের থেকে এ ধরনের ঘটনা চারপাশের জীবনে আমরা অনেক বেশি দেখতে ও শুনতে পাই। আসহাবে কাহাফের ঘটনা যদি বছর বা শতাব্দীর পরে ঘটে, তা হলে দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে ঘটে। সব দেশে সবসময় ঘটে। এ ধরনের ঘটনা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কুরআনের বর্ণিত দুই বাগিচার মালিকের ঘটনা।

এটি এমন এক ব্যক্তির ঘটনা, যে সবদিক থেকে খোশনসিব ও সৌভাগ্যবান ছিল। দুনিয়াবি নাজ-নেয়ামত, সুখ-শান্তির সকল উপায়-উপকরণ তার অর্জিত ছিল। তার আঙুরের মতো সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় ফলের বাগান ছিল। বাগানের চারদিকে চোখ-জুড়ানো মনোহরি খেজুর গাছের সারি ছিল, যেগুলো আঙুর ক্ষেতকে চারপাশ থেকে নিজেদের ঘেরে—কোলে নিয়ে রেখেছিল। বাগানের মাঝে মাঝে চাষাবাদের জমিও ছিল। সেই হিসেবে দুই বাগিচার মালিকের জীবন ছিল সুখ ও সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ।

মধ্যম মানের একটি সুখী ও সৌভাগ্যময় জীবন-যাপনের জন্য এটি ছিল সর্বোচ্চ চূড়া। মধ্যম মানের বিষয়কেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। দুনিয়ার সকল বিষয়ে সাধারণত মধ্যম শ্রেণিকে মাপকাঠি মানা হয়।

এই সুখী ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির সৌভাগ্য ও সফলতা শুধু এই দুই বাগিচার মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং শান্তি-সুখের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিল তার আয়ত্তাধীন। তার এ দু'টি বাগিচায় অধিক পরিমাণে উত্তম ফল হতো। পবিত্র কুরআন তার কিছুটা ইঙ্গিত দিচ্ছে :

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا.

অর্থ : দুনো বাগান ভরপুর ফল দান করত এবং কোনোটিই ফল উৎপাদনে কোনো কমি করত না। আমি বাগান দু'টির মাঝে একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। (সূরা কাহাফ : ৩৩)

মোটকথা, লোকটির প্রাচুর্য, সুখ-সমৃদ্ধির সার্বিক পূর্ণতা ছিল। আরাম-আয়েশের এবং ভোগ-বিলাসের সকল সামানের ব্যবস্থাই শুধু ছিল না, বরং এগুলো ছিল তার হাতের নাগালে। অফুরন্তভাবে।

বস্তুবাদের সংকীর্ণতা

দুই বাগিচার মালিক সামগ্রিক সম্পদ পেয়ে সুখ-সমৃদ্ধ জীবন কাটাচ্ছিল। এবার তার থেকে সম্পদ ও বিত্তের স্বকীয় রূপ প্রকাশ পেতে লাগল; যেটা সবসময় সম্পদশালী, ক্ষমতাধর, শাসক, প্রতিষ্ঠানের মালিক, জনবলের অধিকারীদের থেকে জাহের ও প্রকাশ পেতে থাকে। তাদের থেকে সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে এমন সব আচরণ ও উচ্চারণের প্রকাশ ঘটতে থাকে, যেটা ঈমানী দাবির বিরোধী। সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে তারা এমন সব কথা ও কাণ্ড করতে থাকে, যা ইসলামী চেতনার বিপরীত। বস্তুবাদী ধনতন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তারা যা করে, সেটা সহীহ বুঝ-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা এবং দীনি তালীম ও তরবিয়তের মোখালেফ।

দুই বাগিচার মালিকের অবস্থাও হয়েছিল তেমন। সে দাবি করে বসে, তার হাতের এ সম্পদ ও ক্ষমতা, তার এ সফলতা ও সমৃদ্ধি, তার একার জ্ঞান-বুদ্ধি, যোগ্যতা ও মেধার ফসল। তার চেষ্টা ও মেহনতের ফল। কারো করুণা বা দান নয়। যেমনটা ইতোপূর্বে বনী ইসরাইলের কারুনও দাবি করেছিল। সে বলেছিল :

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً.

অর্থ : এরপর সে তার বাগানে প্রবেশ করল, নিজের হাতে নিজের ক্ষতি করতে করতে। সে বলল, আমি মনে করি না, এমন শ্যামল বাগিচা কখনো বিরান হতে পারে। আর আমার তো মনে হয় না, কেয়ামত কখনো কায়েম হবে। (সূরা কাহাফ : ৩৫-৩৬)

সে নিজেকে এমন সব সৌভাগ্যবান মানুষের দলভুক্ত মনে করে, যাদের থেকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কখনো মুখ ফেরাবে না; সফলতা ও কামিয়াবি কখনো যাদের হাতছাড়া হবে না কিসমত ও তকদির কখনো যাদের সঙ্গে বে-ওফায়ি করবে না। তারা সবসময় সৌভাগ্যের উঁচু অলিন্দ-প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে। উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানকে নিজের প্রাপ্য মনে করে। কুরআন তাদের সেই বাসনার কথা জানিয়ে দিচ্ছে :

وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا.

অর্থ : আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয় (তা হলেই বা আমার কী অসুবিধা!), আমি তো ওখানেও এর থেকে উত্তম সুন্দর নিবাস অবশ্যই পাব। (সূরা কাহাফ : ৩৬)

সম্পদ ও সম্মান, শাসন ও ক্ষমতা, ভোগ ও বিলাসপ্রিয় লোকেরা মনে করে, ঈমান-আমলের আবার কী দরকার! সম্পদ ও ক্ষমতাই তাদের সবসময় সুখে-সাফল্যে রাখবে!

ঈমানী ফিকিরের পদ্ধতি

বাগিচার মালিকের গরিব দোস্তের ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি ছিল। ঈমান ও আমলের দিকে তার মনোনিবেশ ছিল। আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়-মনকে হক ও সত্যের জন্য উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের পরিচয়, জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির বিষয়ে তার ঈমান ছিল। সে বিশ্বাস করত, সমগ্র কায়েনাতের খালেক ও মালিক

আল্লাহ। তিনিই গোটা দুনিয়াকে পরিচালনা করেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই যে কোনো হালতকে বদলে দিতে পারেন।

সে তার বন্ধুর কথায় নারাজ হলো। সে বন্ধুর বস্তুবাদী চিন্তার বিরোধিতা করে বসল। সে তাকে সম্পদ ও ক্ষমতার হাকিকত সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করল। সেটি এমন এক সত্য ও বাস্তবতা, দুনিয়া-পাগলরা যেটিকে সবসময় এড়িয়ে চলতে চায়। সম্পদ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তরা যেটি শোনা থেকে হামেশা দূরে থাকতে চায়। এমন কথার আলোচনা ও চর্চা থেকে বস্তুপূজারিরা সবসময়ই ভাগতে ও পালাতে চায়। কুরআন মাজীদ আমাদের সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا.

অর্থ : (কেয়ামতকে অস্বীকার করার কথা শুনে) সে তার বন্ধুকে কথার ছলে বলল, তুমি কি সেই মহান সত্তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর বীর্য থেকে এবং তারপর একজন সুস্থ-সবল মানুষে পরিণত করেছেন? (সূরা কাহাফ : ৩৭)

দাম্ভিক, গোঁয়ার ও আত্মপ্রবঞ্চিত লোকদের এমন কথা শোনানো কতটা কঠিন ও অপছন্দনীয়, এর আন্দাজ আমরা সহজেই করতে পারি। সেইসঙ্গে সে তাকে জানিয়ে দিল, সে তার বিলকুল বিপরীত ভাবনায় বিশ্বাসী। সে এক আল্লাহর ওপর অটুট ঈমান রাখে। কুরআনের ভাষায় :

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا.

অর্থ : কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমার রব। এবং আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করি না। (সূরা কাহাফ : ৩৮)

এরপর সে তাকে এমন বুনিয়াদি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যার আলোচনা সূরা কাহাফ জুড়ে রয়েছে; এবং এমন একটি জায়গায় সে আঙ্গুল রেখেছে, যা তার মতো লোকদের কমজোরি ও দুর্বলতার কেন্দ্রবিন্দু। সে তার বন্ধুকে বলল, দেখার ও বিবেচনার বিষয় সম্পদ ও

ক্ষমতা নয়; বরং আসল বিষয় তো হলো আল্লাহ। যিনি এ সবকিছুর খালিক ও মালিক। সম্পদ ও ক্ষমতা, জীবন ও মৃত্যু সবকিছু যেই মহান আল্লাহর বাগডোরে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসী সরঞ্জাম, আরাম-আয়েশের সামগ্রী, অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য, শাসন ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো মূল্য নেই। সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে মানুষ যে এত বাহাদুরি করে, আর দাপট দেখায়; এর কোনো মূল্য নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। যেই সম্পদ ও ক্ষমতা পেয়ে মানুষ মহা খুশি, এর কোনো কদর নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। দুনিয়ার যেসব সামগ্রী নিয়ে মানুষ বড় লিপ্ত আর গর্বিত, এসবের কোনো দাম নেই আল্লাহ তাআলার কাছে। সম্পদ ও কৃতিত্বের লম্বা কোনো বিবরণ শোনাও আল্লাহ পাকের মাকসাদ নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে শুনতে চান এবং দেখতে চান, ঈমান আর আমল। কতটা সুন্দর ঈমান ও আমল সে কামাই করেছে।

মানুষ যে সম্পদ ও সম্মানকে, রাজ্য ও ক্ষমতাকে নিজের মেধা ও বুদ্ধির ফসল বলে ফখর করে, এগুলোর কোনোটাই মানুষের নিজস্ব অর্জন নয়; বরং দুনিয়ার প্রতিটি বিষয় মহান আল্লাহ তাআলার দান; তাঁর হেকমত ও কুদরতের প্রকাশ কেবল; তিনিই এ সবকিছুর মালিক। তিনিই এ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনিই এগুলো বণ্টন ও বিন্যাস করেন।

গরিব লোকটি বড় হেকমত ও কোমল ভাষায় ধনী বন্ধুর অর্জিত বিষয়গুলো যে মহান আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, এটি তাকে বুঝিয়ে দিল। এবং সে তাকে আল্লাহর দান ও মেহেরবানির স্বীকারোক্তি ও শোকর আদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে বলল :

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ : যখন তুমি নিজ বাগিচায় প্রবেশ করছিলে (এবং সেটিকে সতেজ শ্যামল দেখতে পেয়েছিলে), তখন কেন তুমি বললে না, মা শা আল্লাহ, লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই।)! (সূরা কাহাফ : ৩৯)